গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত)

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০১৩

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালার সূচিপত্র :

অনুচ্ছেদ নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	পটভূমি	১
০২	সংজ্ঞা	১
	২.১: দলিত সম্প্রদায়	১
	২.২: হরিজন সম্প্রদায়	১
	২.৩ বেদে সম্প্রদায়	১
০৩	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
০৪	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ	১
০৫	কার্য এলাকা	২
০৬	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	২
০৭	সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ	২
০৮	কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল	২
	৮.১ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সম্পৃক্ততা	৩
	৮.২ এনজিও নির্বাচনের শর্তাবলী	৩
	৮.৩ নির্বাচিত এনজিও'র কার্যাবলী	৩
০৯	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৩
	৯.১ বিদ্যালয়গামী দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	৩
	৯.১.১ আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩
	৯.১.২ উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড	৪
	৯.১.৩ উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী	৪
	৯.১.৪ উপবৃত্তি প্রাপ্তির অযোগ্যতা	৪
	৯.১.৫ উপবৃত্তি প্রদানের স্তর ও পরিমাণ	৪
	৯.১.৬ উপবৃত্তি প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	৫
	৯.১.৬.১ উপবৃত্তি বাছাই কমিটি	৫
	৯.১.৬.২ প্রচার ও দরখাস্ত আহবান	৫
	৯.১.৬.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া	৫
	৯.১.৭ যে সকল কারণে উপবৃত্তি বাতিল হবে	৬
	৯.১.৮ দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ পদ্ধতি	৬
	৯.১.৯ স্তর পরিবর্তন	৭
	৯.১.১০ তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি	৮
	৯.২ অক্ষম দলিত, হরিজন ও বেদে ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা প্রদান	৮
	৯.২.১ প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড	৮
	৯.২.২ ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী	৮
	৯.২.৩ ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা	৯
	৯.২.৪ প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	৯
	৯.২.৪.১ বাছাই কমিটি	৯
	৯.২.৪.২ ভাতা প্রদানের জন্য প্রচার ও দরখাস্ত আহবান	৯
	৯.২.৪.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া	৯
	৯.২.৫ যে সকল কারণে ভাতা বাতিল করা যাবে	৯
	৯.২.৬ ভাতা পরিশোধ পদ্ধতি	১০
	৯.২.৭ ভাতাভোগীর তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি	১১
	৯.২.৮ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	১২
	৯.৩ কর্মক্ষম দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১২
	৯.৩.১ প্রশিক্ষণের ধরণ	১৩
	৯.৩.২ বাস্তবায়ন কৌশল	১৩
	৯.৩.৩ প্রশিক্ষণ মডিউল	১৩
	৯.৩.৪ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১৩
	৯.৩.৫ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সামাজিক পুন:একত্রিকরণ	১৪

অনুচ্ছেদ নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১০	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ	১৪
	১০.১ ইউনিয়ন কমিটি	১৪
	১০.১.১ কমিটির রূপরেখা	১৪
	১০.১.২ নির্বাচন স্থগিত এমন ইউনিয়ন পরিষদ কমিটি	১৪
	১০.১.৩ কমিটির কর্মপরিধি	১৪
	১০.১.৪ এ ক্ষেত্রে স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি বলতে যাকে বুঝাবে	১৫
	১০.২ উপজেলা কমিটি	১৫
	১০.২.১ কমিটির রূপরেখা	১৫
	১০.২.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৫
	১০.৩ পৌরসভা কমিটি	১৬
	১০.৩.১ কমিটির রূপরেখা	১৬
	১০.৩.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৬
	১০.৪ সিটি কর্পোরেশন কমিটি	১৭
	১০.৪.১ কমিটির রূপরেখা	১৭
	১০.৪.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৭
	১০.৫ জেলা ষ্ট্রিয়ারিং কমিটি	১৮
	১০.৫.১ কমিটির রূপরেখা	১৮
	১০.৫.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৮
	১০.৬ জাতীয় ষ্ট্রিয়ারিং কমিটি	১৮
	১০.৬.১ কমিটির রূপরেখা	১৮
	১০.৬.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৯
	১০.৬.৩ কমিটি সদস্যদের সম্মানী ভাতা	১৯
	১০.৭ মূল্যায়ন ও বাজেট নির্ধারন	১৯
১১.০	নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা	১৯
	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতা কর্মসূচির জরিপ ফরম	২০
	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তির জরিপ ফরম	২১
	দলিত, হরিজন ও বেদে ব্যক্তির পরিচয়পত্রের নমুনা	২২
	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতা মঞ্জুরীর আবেদনপত্রের নমুনা	২৩-২৪
	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতা পরিশোধ বহির নমুনা	২৫-২৬
	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার সংরক্ষণের নমুনা	২৭
	দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন ফরম	২৮
	দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাউপবৃত্তি পরিশোধ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার সংরক্ষণের নমুনা	২৯
	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর নিবন্ধন বহির নমুনা	৩০
	উপবৃত্তি/ভাতা প্রাপ্ত দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর তালিকা সম্বলিত রেজিস্ট্রার সংরক্ষণের নমুনা	৩১
	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর উপবৃত্তি/ভাতা প্রার্থীর অপক্ষেমান তালিকা সম্বলিত রেজিস্ট্রার সংরক্ষণের নমুনা	৩২

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা:

০১. পটভূমি:

দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। আবহমানকাল থেকেই এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তারা বৈষম্যের স্বীকার অথচ সমাজের কতিপয় অপরিহার্য পেশার সংগে তারা সম্পৃক্ত। সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সকলের দায়িত্ব। এক্ষণে, অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, তাদের পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

০২. সংজ্ঞা:

২.১ **দলিত সম্প্রদায় :** অর্থ নিগৃহীত বা দলনের শিকার। চরম অবহেলিত, বিচিছন্ন, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে এরা পরিচিত। জেলে, সন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী ইত্যাদি নিম্ন বর্ণের জনগোষ্ঠী এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

২.২ **হরিজন সম্প্রদায় :** আমাদের সমাজে সুচিতাকে যারা রক্ষা করে চলেছেন তারাই হরিজন বা সুইপার হিসেবে পরিচিত। অধিকার বঞ্চিত ও নিদারুন বৈষম্যের শিকার এ জনগোষ্ঠী কখনো মেথর বা ধাঙ্গর, বাঁশপোড়, ডোমার, ডোম, রাউত ইত্যাদি নামে পরিচিত।

২.৩ **বেদে সম্প্রদায় :** বেদে সম্প্রদায় যাযাবর জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। নদী-খাল বিলে নৌকায় এবং গ্রামেগঞ্জে হেটে ক্ষুদ্র ব্যবসা এদের মূল পেশা। ৮টি গোত্রে বিভক্ত এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালবেদে, সাপুড়িয়া, বাজিকর, সান্দার, টোলা, মিরশিকারী, বরিয়াল সান্দা ও গাইন বেদে ইত্যাদি। মূল পেশা ক্ষুদ্র ব্যবসা হলেও শিঙ্গা লাগানো, তাবিজকবজ বিক্রি, সাপখেলা, সাপ কামুড়ের চিকিৎসা, সাপ বিক্রি, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সেবাদান, ভেষজ ঔষধ বিক্রি, কবিরাজ, বানরখেলা দেখানো, চুড়ি-ফিতা বিক্রি, জাদু দেখানো ইত্যাদি তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন।

০৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. স্কুলগামী দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান;
২. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরে মূলস্রোতধারায় আনয়ণ;
৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
৪. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি;
৫. ৫০ বছরের উর্ধ্বে অসচ্ছল ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদারকরণ;

০৪. কার্যক্রমসমূহ :

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হবে:

১. ৫ বছরের উর্ধ্বে দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
২. ১৮ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিতকরণ;
৩. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হবে।

০৫. কার্য এলাকা :

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ সকল সিটি কর্পোরেশন, দেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা, থানা, সকল শ্রেণীর পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হবে।

০৬. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ :

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর 'দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রয়োজনে নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার স্থানীয় সরকার (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) এর সহায়তা গ্রহণ করবে।

(খ) মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত "সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি" এ কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে।

০৭. সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ :

বেসরকারী সংগঠন ফেয়ার বাংলাদেশ এর জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলিত ৫৫ লক্ষ, হরিজন ১৫ লক্ষ এবং "এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ" এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান "গ্রাম বাংলা উন্নয়ন এর জরিপ অনুযায়ী ৮ লক্ষ বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলিত প্রায় ৪৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৮৯ জন, হরিজন প্রায় ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার ১ জন এবং বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ২৬০ জন। দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা বেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়সমূহ নির্ধারিত ফরম (পরিশিষ্ট-১ ও ২) অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র (পরিশিষ্ট-৩) প্রদান করবেন। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরে একটি নিবন্ধন বহি (পরিশিষ্ট-৪) সংরক্ষণ করবেন। সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটিকর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং পরিসংখ্যান বিভাগ হতে বর্ণিত জনগোষ্ঠীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি বছর বর্ণিত তালিকা হালনাগাদ করবেন। জরিপ সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহকারী অফিস একটি রেজিস্ট্রারে জরিপ সংক্রান্ত তথ্য (পরিশিষ্ট-৫) সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে ইউনিয়ন/পৌরসভা/থানা/উপজেলা/মহানগর এলাকায় সরকার কর্তৃক স্থাপিত তথ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে এ তথ্য সরবরাহ করবে।

০৮. কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল :

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণপূর্বক সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক গৃহিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সহায়তায় ৫ বছরের উর্ধ্বে দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান এবং সমাজসেবা অধিদফতর/PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ অনুসরণপূর্বক এনজিও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর ব্যবস্থা করা হবে।

৮.১ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা :

সরকারি ভাবে দেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিশেষ কোন কার্যক্রম পরিচালিত না হলেও বেসরকারি পর্যায়ে এ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারি বিধি মোতাবেক এনজিও নির্বাচনের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে।

৮.২ এনজিও নির্বাচনের শর্তাবলী :

(১) দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/সমাজকল্যাণ/এনজিও ব্যুরো) অনুমোদন/রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে;

(৩) বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন (বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের) সন্তোষজনক প্রতীয়মান হতে হবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় এবং উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষ কর্মীবাহিনী কর্মরত থাকতে হবে;

(৫) সরকার/প্রশাসনের সাথে উন্নয়নমূলক কাজে যৌথ অংশীদারিত্বের বা সম্পৃক্ততার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(৬) যে সকল এনজিও ইতিপূর্বে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর বিষয়ে পরিচালিত কার্যক্রমে অভিজ্ঞ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.৩ নির্বাচিত এনজিও'র কার্যাবলী :

(১) দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর মনোসামাজিক কাউন্সেলিং;

(২) দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি;

(৩) দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৪) সুবিধাভোগী পরিবারের সাথে যোগাযোগ, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কমিটিকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান;

(৫) প্রশিক্ষণ পরবর্তী আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান।

০৯. **দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :**

৯.১. বিদ্যালয়গামী দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানঃ

৯.১.১ আওতাভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
২. সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও সরকারি তালিকাভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৩. সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
৪. সরকারি ও বেসরকারি কলেজ;
৫. সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসা;
৬. সরকারি ও সরকার অনুমোদিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়;
৭. পাবলিক ও সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়;
৮. সরকার অনুমোদিত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৯.১.২ উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড :

১. প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

২. আবেদনকারীর পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হবে;

৩. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থী-

(ক) দরিদ্র, ভূমিহীন ও গৃহহীন দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থী;

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী;

(গ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী।

৯.১.৩ উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী :

১. সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে;

২. অনুচ্ছেদ ৯.১.১ এ বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত হতে হবে;

৩. বয়স ৫ বছর বা তদুর্ধ্ব হতে হবে;

৪. শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয় অনুর্ধ্ব ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা;

৫. মাসে কমপক্ষে ৫০% ক্লাসে উপস্থিত;

৬. বার্ষিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ এবং নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ;

৭. নতুনভাবে স্কুলে ভর্তি হলে ৫ ও ৬ এ বর্ণিত শর্তাবলী শিথিলযোগ্য, তবে পরবর্তীতে নিয়মিত উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্ত প্রযোজ্য।

৯.১.৪ উপবৃত্তি প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

১. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত না হলে;

২. দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থী কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত হলে;

৩. দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক হলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোনো ভাতা বা শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক প্রদত্ত উপবৃত্তি পরিত্যগ করতে হবে। অর্থ্যাৎ একই ব্যক্তি সরকারি একাধিক সুবিধা পাবে না।

৯.১.৫ উপবৃত্তি প্রদানের স্তর ও পরিমাণ :

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে সনাক্তকৃত দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার শ্রেণীবিন্যাসে ৪ (চার) টি স্তরে বিভক্ত করে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করা হবে। যা নিম্নরূপ-

১. **প্রাথমিক স্তর** (১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা;

২. **মাধ্যমিক স্তর** (৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা;

৩. **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর** (একাদশ শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা; এবং

৪. **উচ্চতর স্তর** (স্নাতক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

বি:দ্র: স্তরভিত্তিক শিক্ষা উপবৃত্তির হার বৃদ্ধি/হ্রাসের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করবে।

৯.১.৬. উপবৃত্তি প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি :

৯.১.৬.১ উপবৃত্তি বাছাই কমিটি :

উপবৃত্তি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১০.০ এ বর্ণিত কমিটিসমূহ তাদের কর্মপরিধি অনুযায়ী শিক্ষার্থী নির্বাচন ও উপবৃত্তি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১.৬.২ প্রচার ও দরখাস্ত আহবান :

১. দরখাস্ত আহবানের লক্ষ্যে সর্বসাধারণকে অবগত করে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী কার্যালয় প্রজ্ঞাপন/সার্কুলার/পত্র জারী করবে:

২. উপজেলা পর্যায়ের উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহানগর ও জেলা পর্যায়ে শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবর দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীগণকে পরিশিষ্ট-৬ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

৯.১.৬.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া :

১. উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, প্রাপ্ত আবেদনের (পরিশিষ্ট-৬ অনুযায়ী) প্রেক্ষিতে একটি তালিকা (তালিকা-১) প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী সমাজসেবা কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সহযোগিতায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা বিবেচনায় এনে অপর একটি অগ্রাধিকার তালিকা (তালিকা-২) প্রস্তুত করবেন।

২. উক্ত তালিকা-১ ও ২ এবং প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন কমিটি আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা (তালিকা-৩) অনুমোদন করবেন। তালিকা-৩ এর ভিত্তিতে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে ছবিসহ একটি রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-৭) সংরক্ষণ করবেন। একই সাথে একটি অপেক্ষমাণ তালিকা (তালিকা-৪) প্রণয়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এতদসংক্রান্ত একটি রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-৮) সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. তালিকা-৩ ও তালিকা-৪ প্রণয়নের ০১ (এক) মাসের মধ্যে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সুবিধাভোগীদের বর্ণিত তালিকা যাচাই করবেন এবং যদি কোন উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায় কিংবা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করে কিংবা লেখা পড়া বন্ধ করে দেয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাতিল যোগ্য তালিকাসহ (যদি থাকে) একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। সভায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থী'র উপবৃত্তি প্রদানের আদেশ বাতিলপূর্বক তদস্থলে অপেক্ষমাণ তালিকা হতে একই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, একই প্রতিষ্ঠানে একই স্তরের শিক্ষার্থী না থাকলে বা যোগ্য কোন প্রার্থী না থাকলে উপজেলা/থানার অধীন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে।

৪. কোনো এলাকার জন্য নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে জেলাধীন অন্য এলাকায়, যেখানে ঐ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী, জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে এলাকায় কোটা স্থানান্তর করা যাবে।

৫. সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ এলাকা অর্থাৎ দরিদ্র, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকা বা দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী কোন বিশেষ এলাকায় একত্রিত হয়ে বসবাস করলে সে এলাকার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে পারবে।

৬. সরকার জাতীয় স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশের যে কোনো এলাকার জন্য দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি খাতে সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

৯.১.৭. যে সকল কারণে উপবৃত্তি বাতিল করা যাবে :

১. কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত একটানা ০৩ (তিন) মাস ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে;

২. যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করলে;

৩. উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য তালিকাভুক্তির পর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তার উপবৃত্তি বাতিল হবে, তবে নতুন ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে;

৪. মৃত্যুবরণ করলে কিংবা উপবৃত্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে।

৯.১.৮. দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ পদ্ধতি :

১. উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহানগর/জেলা শহর এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)/(সার্বিক) ও সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে 'দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি' শিরোনামে যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে হিসাব পরিচালিত হবে।

২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যেকোন তফসিলি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সমাজসেবা অধিদফতর প্রণীত ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের 'দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি' হিসাবসমূহে ন্যস্ত করা হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/বৈধ অভিভাবকের নামে **৯.১.৮.১** এ বর্ণিত কর্মকর্তাগণ বেয়ারার চেক ইস্যু করবেন।

৪. উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর হাতে উপবৃত্তির চেক প্রদান করবেন।

৫. অক্ষমতাজনিত কারণে অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণে উপবৃত্তির অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর বৈধ অভিভাবককে উপবৃত্তির চেক প্রদান করতে পারবেন।

৬. দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ জানুয়ারী-ডিসেম্বর ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীসমূহের উপবৃত্তিভোগীদের শিক্ষাবর্ষ জুলাই হতে জুন ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

৭. কোনো অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থ পরবর্তী অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব না হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য (শিক্ষাবর্ষ-জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত) অব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কেন্দ্রীয় হিসেবে জমা প্রদান করতে হবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত/অনুমোদিত উপায়ে উক্ত অর্থ বিশেষ তহবিলে সংরক্ষণপূর্বক অর্থবছরের পঞ্জিকা বর্ষের অবশিষ্ট মাসের জন্য উক্ত তহবিল হতে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাবে। উক্ত তহবিলের ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব যথানিয়মে সরকারের নিকট দাখিল করা হবে।

৯.১.৯. স্তর পরিবর্তন :

দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীর স্তর পরিবর্তনের কারণে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

১. কোনো শিক্ষার্থী ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হলে তাকে জানুয়ারী মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং প্রাইমারী স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে।

২. কোনো শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হলে তাকে বরাদ্দ সাপেক্ষে জানুয়ারী মাস হতে মাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তার স্থলে প্রাইমারী স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে এবং মাধ্যমিক স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে নির্বাচিতদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এসএসসি/সমমান পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে মাধ্যমিক স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৪. উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নতুন ভর্তিকৃত/অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে জানুয়ারী মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তবে তিনি মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি পেয়ে থাকলে যে মাস পর্যন্ত উপবৃত্তি গ্রহণ করেছেন তার পরের মাস হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের হারে বরাদ্দ সাপেক্ষে উপবৃত্তি পাবেন। তিনি উচ্চতর স্তরে ভর্তির পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে (বরাদ্দ সাপেক্ষে) উপবৃত্তি পাবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৫. দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থী উচ্চতর স্তরে ভর্তি হওয়ার পর জানুয়ারী মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং শিক্ষা সমাপনী না হওয়া পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তপূরণ সাপেক্ষে উপবৃত্তি পেতে থাকবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উচ্চতর স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজরসবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৬. প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য স্তর পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য বিদ্যমান কোটা অনুযায়ী দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে সম্ভাব্য কত টাকার প্রয়োজন হবে তার একটি চাহিদা সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদফতর উক্ত চাহিদার আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১.১০.তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি :

১. সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত জরিপে অধ্যয়নরত দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করতে হবে। সনাক্তকৃত শিক্ষার্থীদের জরিপের তথ্যাবলী একটি রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-২) সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং একই সাথে সম্পাদিত জরিপের ফরম কার্যালয়ে সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। জরিপ একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এরূপভাবে সম্পাদিত জরিপে নতুন শিক্ষার্থীদের নাম উক্ত রেজিস্ট্রারে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধকরণপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে। উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নামের তালিকার একাধিক সফট কপি ও হার্ড কপি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে এ কার্যক্রমের আওতায় ডাটা বেইজ তৈরিতে সহায়ক হয়।

২. কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ও মঞ্জুরীকৃত অর্থের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ ০১ (এক) টি কেন্দ্রীয় ক্যাশবহিতে বরাদ্দকৃত অর্থ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

৩. সকল পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তাবলী কার্যবিবরণী রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

৯.২ অক্ষম দলিত, হরিজন ও বেদে ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা প্রদান :

৯.২.১ প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড :

(ক) **নাগরিকত্ব :** প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(খ) **দুঃস্থ :** সর্বোচ্চ দুঃস্থ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(গ) **স্বাস্থ্যগত অবস্থা :** যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতাহীন তাঁকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঘ) **আর্থ-সামাজিক অবস্থা :**

(১) আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রেঃ নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেঃ দলিত, হরিজন ও বেদেদের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ্য, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা,বিপত্নীক, নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঙ) **ভূমির মালিকানা :**

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমিহীন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতিত কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫০ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

৯.২.২.ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী :

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
২. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;
৩. উপজেলা ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র (পরিশিষ্ট-৩) গ্রহণ করতে হবে। যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সে জেলা হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে;
৪. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব অক্ষম দলিত, হরিজন ও বেদেদের বিশেষভাতা/বয়স্কভাতা প্রদান করা হবে। ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়স অনুসরণ করতে হবে;
৫. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ্ব ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকা হতে হবে;
৬. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

বি: দ্রঃ বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার সনদপত্র বিবেচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯.২.৩ ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

১. সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগী হলে;
২. ভিজিডি কার্ডধারী হলে;
৩. অন্য কোনভাবে নিয়মিত সরকারী অনুদান/ভাতা প্রাপ্ত হলে;
৪. কোনো বেসরকারি সংস্থা/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান/ভাতা প্রাপ্ত হলে।

৯.২.৪.প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি :

৯.২.৪.১ বাছাই কমিটিঃ

ভাতাভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১০.০ এ বর্ণিত কমিটিসমূহ বর্ণিত কর্মপরিধি অনুযায়ী ভাতাভোগী নির্বাচন ও ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.২.৪.২ ভাতা প্রদানের জন্য প্রচার ও দরখাস্ত আহবানঃ

১. দরখাস্ত আহবানের লক্ষ্যে সর্বসাধারণকে অবগত করে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী কার্যালয় প্রজ্ঞাপন/সার্কুলার/পত্র জারী করবেঃ
২. উপজেলা পর্যায়ের উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহানগর ও জেলা পর্যায়ে শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবর দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতা প্রার্থীকে পরিশিষ্ট-৯ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

৯.২.৪.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া :

১. সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতার জন্য প্রাপ্ত আবেদনের আলোকে আবেদনকারীদের ইউনিয়ন ও পৌরসভাওয়ারী ওয়ার্ডভিত্তিক পৃথক তালিকা (তালিকা-১) প্রণয়ন করবে।

২. ইউনিয়ন কমিটি তালিকা-১ ও প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক তালিকা (তালিকা-২) প্রণয়ন করবে। উক্ত তালিকা-১ ও ২ এবং প্রাপ্ত আবেদনসমূহ উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন কমিটি আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা (তালিকা-৩) অনুমোদন করবেন। তালিকা-৩ এর ভিত্তিতে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে ছবিসহ একটি রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-৭) সংরক্ষণ করবেন। একই সাথে একটি অপেক্ষমাণ তালিকা (তালিকা-৪) প্রণয়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এতদসংক্রান্ত একটি রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-৮) সংরক্ষণ করবেন। উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. পৌরসভা/মহানগর কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি তালিকা চূড়ান্ত করে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. ইউনিয়ন/পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ও ডাটা বেইজ তৈরী করার লক্ষ্যে সকল তালিকার একাধিক Hard Copy এবং Soft Copy সংরক্ষণ করতে হবে।

৯.২.৫ যে সকল কারণে ভাতা বাতিল করা যাবে :

১. ভাতাভোগী এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে কিংবা চলে যাওয়ার তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের মধ্যে নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন না করলে ভাতা প্রদান তালিকা হতে তার নাম বাতিল করা যাবে এবং অপেক্ষমাণ তালিকা হতে তার স্থলে অগ্রাধিকার ক্রমানুসারে নতুন ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড মেম্বার ও পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন ইউনিয়ন সমাজকর্মী/পৌরসমাজকর্মীর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে ইউনিয়ন/পৌরসভা/মহানগর কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাতা প্রদানের আদেশ বাতিল করতে পারবে।
২. সরকার কর্তৃক অন্য কোনো ভাতা বা নিয়মিত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করলে ;
৩. ভাতার জন্য তালিকাভুক্তির পর ভাতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হলে;
৪. একই ব্যক্তি একাধিক এলাকায় ভাতা গ্রহণ করছেন মর্মে প্রমাণিত হলে তার ভাতা প্রদানের আদেশ বাতিল করা হবে।

৯.২.৬ ভাতা পরিশোধ পদ্ধতি :

১. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ কিস্তিওয়ারী মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর বরাবর ন্যস্ত করবে। তিনি আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে ভাতা বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করে সোনালী ব্যাংকে দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় হিসাবে

জমা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলার উপপরিচালকগণকে অনুলিপি প্রদান করবেন।

২. সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় বরাদ্দকৃত অর্থ ভাতাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক/যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা নেবে।

৩. পেনশন প্রাপ্তদের পিপিও (Pension Payment Order) এর ন্যায় দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা পরিশোধ বই (পরিশিষ্ট-১০) নামে একটি বই থাকবে। এ বইয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার/কাউন্সিলর/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ভাতা প্রাপকের সত্যায়িত ছবি থাকবে। প্রতিটি বইয়ে পৃথক নম্বর সন্নিবিষ্ট থাকবে। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার দিন হতে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ভাতা প্রাপকের নামে ভাতা পরিশোধ বই ইস্যু করবেন এবং এ সংক্রান্ত একটি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবেন। ভাতা প্রাপকগণের মধ্যে কেউ পাশ বই হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেললে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার বিষয়টি যাচাই বাছাই করে ডুপ্লিকেট পাশ বই ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত পাশ বই ভাতা পরিশোধের জন্য চেক বই হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. নির্বাচিত ব্যক্তি স্থানীয় সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক/যেকোন তফসিলি ব্যাংকে ১০/- (দশ) টাকার বিনিময়ে নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলবেন। সমাজসেবা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির জন্য পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাব হতে ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হবে।

৫. শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে কিংবা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে কোনো ব্যক্তি ভাতা গ্রহণের জন্য স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হতে না পারলে তিনি অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার পক্ষে ভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দান করবেন। আবেদনপত্রের সাথে মনোনীত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয় পত্রের অনুলিপি ও ওয়ার্ড মেম্বার/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ছবি থাকবে। মনোনীত ব্যক্তি ভাতা গ্রহণ করার সময় প্রতিবার সংশ্লিষ্ট ভাতা প্রাপক জীবিত আছেন মর্মে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ওয়ার্ড মেম্বার/কাউন্সিলর/চেয়ারম্যান) এর সনদপত্র পেশ করবেন। নমিনি পরিবর্তন করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জাতীয় পরিচয় পত্রের অনুলিপি ও ওয়ার্ড মেম্বার/কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যান/১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ছবিসহ সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার বরাবর আবেদন করতে হবে।

৬. দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতার অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ০৩ (তিন) মাস অন্তর ভাতাভোগীর নিজস্ব একাউন্টে প্রদান করা হবে। বিষয়টি সমাজসেবা অফিসার বহুল প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।

৭. ভাতা গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বার/পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর/মেয়র কর্তৃক ভাতাভোগীর মৃত্যুর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার ভাতাভোগীর মৃত্যুর সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে নমিনিকে পূর্বের বকেয়াসহ মৃত্যুর পর ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ভাতা প্রদান নিশ্চিত করবেন। ভাতাভোগী যে মাসে মৃত্যুবরণ করবেন সে মাসের সমুদয় ভাতার অর্থসহ পরবর্তী ০২ (দুই) মাসের ভাতা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি পাবেন। উদাহরণ স্বরূপ কোন ভাতাভোগী জানুয়ারী মাসের ০৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর নমিনি পূর্বের বকেয়াসহ (যদি থাকে) মার্চ মাস পর্যন্ত ভাতা পাবেন। নমিনি না থাকলে মৃত্যুবরণকারী ভাতাভোগী সর্বশেষ যে মাস পর্যন্ত ভাতা গ্রহণ করেছেন তার পরের মাস হতে নতুন অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি ভাতা পাবেন। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা মৃত্যুবরণকারী ভাতাভোগীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অনুমোদিত অপেক্ষমান তালিকা (সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) হতে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনপূর্বক ভাতা প্রদান নিশ্চিত করবেন এবং বাস্তবায়ন কমিটির পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপন করবেন। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালক এর মাধ্যমে বিতরণ ও অবিতরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করবেন।

৮. উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা ০৩ (তিন) মাস অন্তর দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী (ফরম-৪ অনুযায়ী) রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করবেন।

৯. সংশ্লিষ্ট উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার অর্থ বছর শেষে অর্থাৎ পরবর্তী জুলাই মাসে এ কর্মসূচির সাংবাৎসরিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন, যেখানে ভাতাগ্রহণকারীর নাম, মৃত বা অন্যত্র চলে যাওয়া ভাতাভোগীর পরিবর্তে প্রতিস্থাপনকৃতদের নাম এবং অনিবার্য কারণে যদি

কোনো ভাতা বিতরণ করা না যায় সেক্ষেত্রে ভাতা গ্রহণ না করা ব্যক্তিদের নাম ও এ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক তথ্যাদি উপস্থাপন করবেন।

১০. সমাজসেবা অধিদফতর হতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে চেক ও বিভাজন জমা হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ব্যাংকের শাখাসমূহে ভাতার অর্থ পৌছাতে হবে। ব্যাংকের শাখাসমূহে ভাতার অর্থ পৌছানোর সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের বিতরণের হিসাব বিবরণীর এক কপি সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার ও এক কপি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন। সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রতিবেদনসমূহ সমন্বয় করে এক কপি সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি বরাবর ও এক কপি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। উপ-পরিচালক জেলাধীন সকল কার্যালয়ের প্রতিবেদন সমূহ সমন্বয় করে সমন্বিত প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। সমাজসেবা অধিদফতর সমন্বিত প্রতিবেদন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ০৩ (তিন) মাস অন্তর ব্যয়িত অর্থের সমন্বিত প্রতিবেদনের এক কপি মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, এক কপি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এবং এক কপি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১১. অর্থবছরান্তে যদি অব্যয়িত অর্থ থাকে সে ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.২.৭. ভাতাভোগীর তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি :

১. সমাজসেবা কর্মকর্তা মঞ্জুরীকৃত ভাতা প্রাপকদের তালিকা (Hard ও Soft কপি), প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন-আবেদনপত্র, ভাতা পরিশোধ বই, ছবি ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। তিনি নির্বাচিত ভাতা প্রাপকদের প্রাথমিক তালিকা সংরক্ষণ করবেন। কোনো ভাতা প্রাপকের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে একই ওয়ার্ডের অনুমোদিত অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করে ভাতা প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত করবেন।

২. প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একটি অপেক্ষমাণ তালিকা অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী প্রস্তুত রাখতে হবে। ভাতা গ্রহণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন তাঁর স্থলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে অগ্রাধিকার ক্রম অনুযায়ী নতুন একজনকে তালিকাভুক্ত করা হবে এবং মৃত্যুবরণকারী ভাতাভোগী তাঁর নমিনি সর্বশেষ যে মাস পর্যন্ত ভাতা গ্রহণ করেছেন তার পরবর্তী মাস হতে তিনি ভাতা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ওয়ারিশ হিসেবে কোন ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা যাবে না।

৩. কোন ভাতাভোগী মৃত্যুবরণ করলে তার নামে ইস্যুকৃত ভাতা পরিশোধ বই সমাজসেবা কর্মকর্তা তাঁর অফিসে সংরক্ষণ করবেন।

৪. ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের বাছাইকৃত নতুন প্রার্থীর সংখ্যা সারাদেশের দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে নির্ণয় করা হবে। সিটি কর্পোরেশন এবং ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার জন্য কোটা প্রদানের ক্ষমতা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করবে।

৫. ভাতাভোগী এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে কিংবা চলে যাওয়ার তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের মধ্যে নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন না করলে ভাতা প্রদান তালিকা হতে তার নাম বাতিল করত: অপেক্ষমাণ তালিকা হতে তার স্থলে অগ্রাধিকার ক্রমানুসারে নতুন ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

৬. প্রতি বৎসর মৃত্যুবরণকারী ভাতাভোগীদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ কমিটির পরবর্তী সভায় মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর পেশ করবেন। এ জন্য মাঠ পর্যায় থেকে ০৬ (ছয়) মাস পর পর এ ধরনের নতুন ভাতাভোগীদের তালিকা সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া মৃত ভাতাভোগীর স্থলে যথাসময়ে বিধি মোতাবেক নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনপূর্বক ভাতা প্রদান করতে হবে।

৭. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রার্থীর স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং অন্তত: ০১ (এক) বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন মর্মে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস না করলে বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে তার ভাতা প্রদানের আদেশ বাতিল করে তদস্থলে অপেক্ষমাণ তালিকা হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. কোনো ইউনিয়ন/পৌরসভা/উপজেলা/সিটি কর্পোরেশনের জন্য নির্ধারিত কোটা ঐ এলাকায় বসবাসকারী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা সম্ভব না হলে তার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন/পৌরসভা/উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন যেখানে অধিক সংখ্যক ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে, সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এবং একই জেলাধীন অন্য উপজেলা বা পৌরসভায় স্থানান্তরের

প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে জেলা স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ঐ এলাকার কোটা পূরণের পর অবশিষ্ট কোটা সেখানে স্থানান্তর করা যাবে।

৯. সমাজসেবা কর্মকর্তা ও উপপরিচালক ভাতা সংক্রান্ত বরাদ্দ, বিতরণ, অবিতরণ, মৃত্যু, অন্যত্র চলে যাওয়া বা অন্যান্য কারণে স্থলাভিষিক্ত ভাতাভোগী সংক্রান্ত বছর শেষে সমন্বিত সমাপনী প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন।

১০ (ক) বিশেষ বিবেচনায় কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ এলাকা অর্থাৎ দরিদ্র, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকার (চর এলাকা, পাহাড়ী এলাকা, দুর্যোগ প্রবণ এলাকা, উপকূলীয় এলাকা, দূর্গম এলাকা) জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে পারবে।

(খ) সরকার জাতীয় স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশের যে কোন এলাকার জন্য দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা খাতে সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৯.২.৮ **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :**

১. জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অপরিসীম। "সামাজিক নিরাপত্তা বলয়" কর্মসূচি সুদৃঢ়করণে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পরিবর্তন, পরবর্তী পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরে একটি শক্তিশালী যুগোপযোগী পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সেল থাকবে।

২. উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচির অগ্রগতির প্রতিবেদন জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালকগণের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালকগণ প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত ও একীভূত করে সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন।

৩. উপপরিচালক ও উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারদের পাশাপাশি জেলা স্টিয়ারিং কমিটি ও উপজেলা/শহর পর্যায়ে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটি এ কর্মসূচির সার্বিক বিষয়াদি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। সদর কার্যালয়ে গঠিত মনিটরিং সেলে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে নিয়মিতভাবে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় পরিচালিত এ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। তাছাড়া বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও মন্ত্রিসভা কমিটিও প্রতি বছর বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকে এ সকল কার্যক্রম এর সার্বিক মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে।

৯.৩ কর্মক্ষম দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান :

সামাজিক বৈষম্যের কারণে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সমাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্বাভাবিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান। দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী তাদের সক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করতে পারায়, মানবসম্পদ হিসেবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারছেনা। অশিক্ষা ও অদক্ষতার কারণে তারা পরিবার এবং সমাজের কাছেও বোঝা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করে সমাজে সমঅধিকার ও সাম্যতার ভিত্তিতে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ১৮ বছরের উর্ধে কর্মক্ষম দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে সমাজসেবা অধিদফতর/নির্বাচিত এনজিও এর মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক তাদের সমাজে পুনঃএকত্রিত করা হবে।

৯.৩.১ প্রশিক্ষণের ধরণ :

দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। সরকার/প্রশিক্ষণ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী নির্বাচিত সেবা প্রদানকারী এনজিও/সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে ০৩ (তিন) মাসের মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ০১

(এক) সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ০৫ (পাঁচ) দিনের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৯.৩.২ বাস্তবায়ন কৌশল :

প্রশিক্ষণ মূলতঃ ০৩ (তিন) টি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণে নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান নিজেদের জীবনে কিভাবে কাজে লাগাবে বা প্রয়োগ করবে সে ব্যাপারে একটি ইচ্ছা তালিকা (Wish list) তৈরি করবে। **দ্বিতীয়** ধাপে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তন এবং প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। দলিত, হরিজন ও বেদে ব্যক্তিগণ উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসম্পর্কে এবং এই কর্মসূচির অধীনে তাদের অধিকার ও পাওনা সম্পর্কে অবহিত হবে। **তৃতীয়** ধাপ বা রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে মূলতঃ প্রশিক্ষণার্থীগণ মৌলিক প্রশিক্ষণ চলাকালে যে ইচ্ছা তালিকা (Wish list) তৈরি হয়েছিল, তার অগ্রগতি ফলোআপ করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ ইচ্ছা তালিকা (Wish list)'র কতটুকু নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছে এনজিও প্রশিক্ষক তা যাচাই করবেন। যদি প্রয়োগ না করতে পারে তাহলে তার কারণ জানবেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে পুনরায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ তথ্য ও অন্যান্য ব্যবহারিক উদাহরণ প্রদান করবেন।

৯.৩.৩ প্রশিক্ষণ মডিউল :

প্রশিক্ষণ মডিউলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ হবে হেয়ারকাটিং, বিউটিফিকেশন; ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ড বয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণ।

যে সকল বিষয়ের উপর দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে সমাজসেবা অফিসার/নিয়োজিত এনজিওসমূহ তার একটি তালিকা এবং স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করে একটি প্রতিবেদন উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় বরাবর দাখিল করবে। উপপরিচালক সমাজসেবা অফিসার/নিয়োজিত এনজিওসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক বা অনুমোদন প্রদান করবে। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর সমাজসেবা অফিসার/নিয়োজিত এনজিও কর্তৃক আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯.৩.৪ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি :

প্রশিক্ষণের জন্য বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী, রিসোর্স পারসন নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বাজেট অনুমোদন করবে। জেলা ও উপজেলা কমিটির তদারকির মাধ্যমে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে এবং স্থানীয় সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমাজসেবা অফিসার/নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদফতর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আর্থিক ব্যয় বহন করবে।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণে মূলতঃ নির্দিষ্ট আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। একই সাথে কাজটি বাস্তবায়ন করতে কি ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন তা আলোচনা করা হবে। দলিত, হরিজন ও বেদে জসগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মডিউল তৈরী করতে হবে। এখানে ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য পন্য নির্বাচন, আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

৯.৩.৫ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সামাজিক পুনঃএকত্রিকরণ :

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদেরকে অফেরৎযোগ্য এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান, ঋণ সুপারিশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা হবে। এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করবে। কমিটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ ও সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম হতে ঋণ প্রদানের সুপারিশ করতে পারবে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম/শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১০. দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ :

১০.১ ইউনিয়ন কমিটি :

১০.১.১ **কমিটির রূপরেখা :**

১. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান - সভাপতি
২. মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ০২ (দুই) জন (০১ জন পুরুষ ও ০১ জন মহিলা) - সদস্য
৩. উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি ০১ (এক) জন -সদস্য
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রতিনিধি ০১ (এক) জন -সদস্য
৫. ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য/সদস্যা -সদস্য
৬. দলিত, হরিজন ও বেদে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি (যদি থাকে) -সদস্য
৭. ইউনিয়ন সমাজকর্মী - সদস্য-সচিব।

১০.১.২ **নির্বাচন স্থগিত এমন ইউনিয়ন পরিষদ কমিটি :**

১. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা - সভাপতি
২. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড হতে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি - সদস্য
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রতিনিধি ০১ (এক) জন - সদস্য
৪. ইউনিয়ন পরিষদের সচিব - সদস্য
৫. দলিত, হরিজন ও বেদে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ০১ জন করে প্রতিনিধি(যদি থাকে) - সদস্য
৬. ইউনিয়ন সমাজকর্মী - সদস্য সচিব

১০.১.৩ **কমিটির কার্মপরিধি :**

১. ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করে তালিকা প্রণয়ন;
২. প্রণীত তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে সুপারিশসহ উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন;
৩. প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত অভিযোগের নিস্পত্তিকরণ; তবে আপীলের প্রশ্ন দেখা দিলে তা নিস্পত্তির জন্য উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করবে।

১০.১.৪ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে বুঝাবে :

১. নেতৃস্থানীয় সমাজসেবক/সংগঠক
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান
৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান
৪. অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক/সামরিক কর্মকর্তা।

১০.২ **উপজেলা কমিটি :**

১০.২.১ কমিটির রূপরেখা :

১. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান - সভাপতি
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার -সহ-সভাপতি
৩. উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণ - সদস্য
৪. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা -সদস্য
৫. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য
৬. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য
৭. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - সদস্য
৮. সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক - সদস্য
৯. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা - সদস্য
১০. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - সদস্য
১১. উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য
১২. উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি ০১ (এক) জন - সদস্য
১৩. দলিত, হরিজন ও বেদে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ০১ (এক)জন করে প্রতিনিধি (যদি থাকে)-সদস্য
১৪. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ -সদস্য
১৫. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা -সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ ১) সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে প্রয়োজনীয় উপদেষনা দান করবেন।

২) স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি (সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি অগ্রগণ্য) স্থানীয় প্রবীন সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি অনধিক ০৩ (তিন) জন সদস্য প্রয়োজনে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১০.২.২ **কমিটির কর্মপরিধি :**

১. ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত প্রাথমিক তালিকা যাচাই/বাছাইপূর্বক তালিকা চূড়ান্তকরণসহ স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে ভাতা/উপবৃত্তি বিতরণ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম তদারকীসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় আপীল অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;
৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন/ যেকোন তফসিলি ব্যাংকের নিকটতম শাখার মাধ্যমে উপকারভোগীদের ভাতা/উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
৪. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ;
৫. বছরে অন্তত: ০৪ (চার) বার কমিটির সভা আহবান;

১০.৩ **পৌরসভা কমিটি (সকল শ্রেণীর পৌরসভার জন্য) :**

১০.৩.১ কমিটির রূপরেখা :

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) (জেলা পর্যায়ের পৌরসভা) এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা) - সভাপতি
২. স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ০২ জন (০১ জন পুরুষ ও ০১ জন মহিলা) - সদস্য
৩. পৌরসভার মেয়র এর প্রতিনিধি ০১ (এক) জন - সদস্য
৪. পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি (জেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য)/থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য) -সদস্য

৫. সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি (জেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য)/
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য) -সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর - সদস্য
৭. উপজেলা/জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য
৮. উপজেলা/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য
৯. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা - সদস্য
১০. সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক - সদস্য
১১. উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - সদস্য
১২. উপজেলা/জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের (জেলার ক্ষেত্রে) ০১ জন প্রতিনিধি - সদস্য
১৩. দলিত, হরিজন ও বেদে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ০১ জন করে প্রতিনিধি (যদি থাকে) -সদস্য
১৪. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা - সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি (সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি অগ্রগণ্য), স্থানীয় প্রবীন সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি অনধিক ০৩ (তিন) জন সদস্য প্রয়োজনে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১০.৩.২ কমিটির কর্মপরিধি :

১. প্রাপ্ত আবেদনপত্রের আলোকে প্রার্থী তালিকা যাচাই/বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে ভাতা/ উপবৃত্তি বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. ভাতা/উপবৃত্তি/প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম তদারকিসহ যাবতীয় আপীল অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;
৩. পৌরসভা/শহর এলাকায় অবস্থিত সোনালী, জনতা, অগ্রণী, বাংলাদেশ কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন/যেকোন তফসিলি ব্যাংকের নিকটতম শাখার মাধ্যমে ভাতাভোগীদের ভাতা ও উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
৪. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ;
৫. বছরে অন্ততঃ ০৪ (চার) বার কমিটির সভা আহবান;
৬. বর্ণিত কমিটি কর্তৃক পৌরসভা/শহর এলাকার দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান কমসূচি বাস্তবায়ন ।

বিঃ দ্রঃ নির্বাচন স্থগিত এমন পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব পৌরসভার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.৪ সিটি কর্পোরেশন কমিটি :

১০.৪.১ কমিটির রূপরেখা :

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা - সভাপতি
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতি শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এলাকার জন্য একজন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা)
২. স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ০১ (এক) জন -সদস্য

৩. মাননীয় মেয়রের প্রতিনিধি ০১ (এক) জন - সদস্য
৪. জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ০১ (এক) জন - সদস্য
৫. সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা প্রকল্প সমন্বয় পরিষদের প্রতিনিধি ০১ (এক) জন -সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর - সদস্য
৭. স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
৮. সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতিনিধি -সদস্য
৯. দলিত, হরিজন ও বেদে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ০১ জন করে প্রতিনিধি (যদি থাকে) -সদস্য
১০. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য
১১. সমাজসেবা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কার্যালয় - সদস্য-সচিব।

বিঃ দ্রঃ
১. সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি, প্রবীণ সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনে অনধিক ০৩ (তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।
২. প্রতিটি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের জন্য একটি পৃথক কমিটি থাকবে।

১০.৪.২ কমিটির কর্মপরিধি :

১. প্রার্থী নির্বাচন;
২. ভাতা,উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম তদারকিকরণ;
৩. এতদসংক্রান্ত আপীল/অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;
৪. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন/যেকোন তফসিলি ব্যাংকের নিকটতম শাখার মাধ্যমে ভাতাভোগীদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
৫. প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর কমিটির সভা আহবান;
৬. বর্ণিত কমিটি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকার দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ।

১০.৫ জেলা স্টিয়ারিং কমিটি :

১০.৫.১ কমিটির রূপরেখা :

১. জেলা প্রশাসক/পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান - সভাপতি
২. পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের ০১ জন প্রতিনিধি - সদস্য
৩. জেলার সকল স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের ০১ জন করে প্রতিনিধি - সদস্য
৪. মেয়রের প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশনভুক্ত জেলা) - সদস্য

৫. মেয়র (সিটিকর্পোরেশন বহির্ভুত জেলা পর্যায়ের পৌরসভা) - সদস্য

৬. জেলার সকল উপজেলা চেয়ারম্যান - সদস্য

৭. সিভিল সার্জন - সদস্য

৮. পুলিশ সুপার -সদস্য

৯. জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি ০১ (এক) জন - সদস্য

১০. জেলা শিক্ষা অফিসার - সদস্য

১১. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা - সদস্য

১২. বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের প্রতিনিধি/জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য

১৩. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - সদস্য

১৪. জেলা তথ্য অফিসার - সদস্য

১৫. মহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক, (সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) - সদস্য

১৬ দলিত, হরিজন ও বেদে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি (যদি থাকে) -সদস্য

১৭. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় - সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটিতে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, প্রবীন সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে প্রয়োজনে অনধিক ০৩ (তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

১০.৫.২ কমিটির কর্মপরিধি :

১. জেলার আওতাধীন উপজেলা ও শহর অঞ্চলের ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সার্বিক তত্ত্বাবধান;
২. বিভিন্ন প্রকার ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধান;
৩. পরিদর্শন/মনিটরিং এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
৪. উপজেলা ও শহর অঞ্চলের দলিত, হরিজন ও বেদেদের জন্য ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আপত্তি নিস্পত্তির জন্য অ্যাপিলেট বডি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৫. বছরে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বার সভা আহবান।

১০.৬ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি :

১০.৬.১ কমিটির রূপরেখা :

১. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - সভাপতি
২. অর্থ মন্ত্রণালয়ের এর প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) - সদস্য
৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) - সদস্য
৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) - সদস্য
৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) - সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য
৭. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) - সদস্য
৮. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) -সদস্য
৯. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) - সদস্য
১০. প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নীচে নয়) - সদস্য
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন - সদস্য
১২. মহাব্যবস্থাপক, সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক -সদস্য
১৩. সরকার কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন মহিলা প্রতিনিধি - সদস্য
১৪. দলিত, হরিজন ও বেদে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি (যদি থাকে)-সদস্য
১৫. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর - সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ শিক্ষাবিদ, প্রবীণ সংগঠন,গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে অনধিক ০৩ (তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

১০.৬.২ **কমিটির কর্মপরিধি :**

১. দলিত, হরিজন ও বেদেদের জন্য ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম এর অগ্রগতি তদারকিকরণ;
২. উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
৩. পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;
৫. বছরে অন্ততঃ ০৩ (তিন) বার সভা আহবান।

১০.৬.৩ কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা :

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত সদস্যদের প্রত্যেক সভায় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।

১০.৭ মূল্যায়ন ও বাজেট নির্ধারন :

সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে দলিত, হরিজন ও বেদেদের জন্য ভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তপূর্বক পূর্ববর্তী বৎসরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বৎসরের বাজেট নির্ধারণ করতে হবে ।

১১. নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা :

সরকার নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়
দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতা কর্মসূচির জরিপ ফরম

ওয়ার্ড নং :
ইউনিয়নের নাম :
উপজেলার নাম :
জেলার নাম :

ক্র নং	ভাতা গ্রহিতার নাম	দলিত/ হরিজন / বেদে	পিতা ও মাতার নাম	গ্রাম/ মহল্লার নাম	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচিতি/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর	পেশা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পরিবারের বার্ষিক আয়	ভূমির পরিমান	সম্পূর্ণ/ আংশিক কর্মক্ষম/ কর্মঅক্ষম	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

....
ইউনিয়ন সমাজকর্মী/টি আই এর স্বাক্ষর ফিল্ড সুপারভাইজার স্বাক্ষর সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়

দলিত, হরিজন ও বেদেদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির জরিপ ফরম

উপজেলার নাম :
জেলার নাম :

ক্রমিক নং	শিক্ষার্থীর নাম	দলিত/ হরিজন / বেদে	পিতা ও মাতার নাম	গ্রামের নাম	জন্ম তারিখ	বয়স	অধ্যয়নরত শ্রেণী	বৈধ অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা	অভিভাবকের পেশা	পরিবারের বার্ষিক আয়	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

....
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর   ইউনিয়ন সমাজকর্মী/টি আই স্বাক্ষর   ফিল্ড সুপারভাইজার স্বাক্ষর   সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তির পরিচয়পত্রের নমুনা

	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্ট্যাম্প সাইজের ছবি	নাম : মাতা : পিতা : দলিত/হরিজন/বেদে : জন্ম তারিখ : আইডি নম্বর : ঠিকানা :
এই পরিচয়পত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। সত্ত্বাধিকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোষ্ট অফিস/থানায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	

	Government of the People's Republic of Bangladesh Department of Social Services, Ministry of Social Welfa ID card for the Person with Dalit/ Harijan/Bede
স্ট্যাম্প সাইজের ছবি	Name : Mother's Name : Father's Name : Date of Birth : ID Number : Cell Number : Address : দলিত, হরিজন ও বেদে ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপসই: Issuing Authority Date:.......

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর ভাতা মঞ্জুরীর আবেদনপত্র

(আবেদনকারী নিজে পূরণ অথবা স্বাক্ষর করবেন অথবা কারো দ্বারা পূরণ করে নিজে টিপসহি দিবেন)

বরাবর,
সমাজসেবা কর্মকর্তা
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়
....

পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

বিষয়ঃ দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা মঞ্জুরীর জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি একজন দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। আমার বর্তমান বয়স .... বৎসর। আমি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। আমার তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হল। উল্লেখ্য যে, আমার নিম্ন বর্ণিত তথ্যাদি সত্য।

১। নাম : ....
২। পিতার নাম : ....৩। মাতার নাম : ....
৪। জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর..
৫। ঠিকানা :

বর্তমান : .... স্থায়ী ....
....
....
....

৬। আবেদনকারী বাৎসরিক গড় আয় :

৭। (ক)স্বাস্থ্য গত অবস্থা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (টিক) চিহ্ন দিন:

১) সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন ☐ ২) অসুস্থ ☐ ৩) অপ্রকৃতিস্থ ☐ ৪) প্রতিবন্ধী ☐ ৫) আংশিক ক্ষমতাহীন ☐

৮। আর্থ-সামাজিক অবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (টিক) চিহ্ন দিন) :

(ক) (১) নিঃস্ব ☐ (২) উদ্বাস্তু ☐ (৩) ভূমিহীন ☐

(খ) (১) বিধবা ☐ (২) তালাকপ্রাপ্তা ☐ ৩) বিপত্নীক ☐ (৪) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ☐

(৮) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সদন/এসএসসি পরীক্ষার সনদ অনুযায়ী জন্ম তারিখঃ
(৯) সনাক্তকরণ চিহ্ন ঃ ....

....
(ওয়ার্ড সদস্য/কাউন্সিলর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেয়র)

১০। আমার শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে ভাতা গ্রহণের জন্য স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার ভাতা গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করলাম। সেইসাথে নমিনিকে আমার মৃত্যুর পর পূর্বের বকেয়াসহ (যদি থাকে) পরবর্তী ৩ মাসের ভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দান করলাম।

নমিনির সত্যায়িত ছবি

নাম ও ঠিকানা	সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির নমুনা স্বাক্ষর	ভাতাভোগীর প্রতিস্বাক্ষর/টিপসহি

আপনার অনুগত,

সনাক্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর
(সীলমোহর)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি ঃ
আবেদনকারীর নাম ঃ

১১। আবেদনকারীর বর্ণনা সত্য। তিনি ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য/অযোগ্য। তাঁকে ভাতা প্রদান করা যেতে পারে/পারেনা।

ইউপি সদস্য/চেয়ারম্যান/পৌরসভা/সিটি
কর্পোরেশনের কাউন্সিলরের স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহর)

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
সমাজসেবা কর্মকর্তা
(নামের সীলমোহর)

পরিশিষ্ট-১০

ভাতা পরিশোধ বহি ঃ

বহি নম্বর....................

দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা পরিশোধ বই :

(ভাতা গ্রহণকারীর অংশ)

১। খরচ বহনকারী : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২। হিসাবের খাত/কোড : ....

৩। ভাতা গ্রহীতার নাম :..

৪। পিতা/স্বামীর নাম : ....

৫। মাতার নাম :..

৬। ঠিকানা ঃ

(ক) স্থায়ী : ....
....
....
....

(খ) বর্তমান : ....
....
....
....

৭। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/এসএসসি পরীক্ষার সনদ অনুযায়ী জন্ম তারিখ:

৮। ভাতাভোগীর সনাক্তকরণ চিহ্ন :

৯। জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর :

১০। সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন নম্বর :

১১। সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর (নামের সীলসহ) :

১। ভাতার পরিমাণ ঃ টাকা কথায় ঃ

২। প্রত্যেকবারের দেয় টাকা লিপিবদ্ধ করতে হবে ঃ

মাসের নাম (যে মাসের ভাতা পরিশোধ করতে হবে)	মাসিক ভাতার হার	প্রদেয় টাকার পরিমান	টাকা পরিশোধের তারিখ	ভাতাগ্রহীতার স্বাক্ষর/ টিপসহি	ভাতা পরিশোধকারী/ ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ফরম-৪

দলিত, হরিজন ও বেদে ভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার সংরক্ষণের নমুনা ‘ছক’

অর্থ বছর ঃ

ওয়ার্ড নং :

ইউনিয়নের নাম :

উপজেলার নাম :

জেলার নাম :

ক্রঃ নং	উপকারভোগীর নাম	দলিত/ হরিজন /বেদে	পিতা ও মাতার নাম	গ্রামের নাম	ভাতা পরিশোধ বহি নং	বয়স	মাসিক ভাতা পরিশোধের বিবরণ													মন্তব্য
							জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট	
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯.	২০.	২১.
১.																				
২.																				
৩.																				
৪.																				
৫.																				
৬.																				
৭.																				
৮.																				
৯.																				
১০.																				

সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল   ফিল্ড সুপারভাইজারের স্বাক্ষর   ইউনিয়ন সমাজকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর ঃ

দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বরাবর
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়
....

বিষয়ঃ দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি একজন দলিত/হরিজন/বেদে শিক্ষার্থী। আমি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। আমার সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. নাম ঃ...
২.পিতার নাম ঃ ....৩. মাতার নাম ঃ.....................................
৪. ক. বর্তমান ঠিকানা ঃ খ. স্থায়ী ঠিকানা ঃ

....
....
....

৬. জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নিবন্ধন নম্বরঃ ....
৭. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বরঃ...
৮.ক) জন্ম তারিখঃ .... (খ) জন্ম তারিখ অনুযায়ী বয়স ঃ ....বছর............মাস............দিন।
৯.ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ....(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা...........................।
গ) ভর্তির তারিখ ঃ..................ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণী.............ঙ) শাখা..........চ) রোল নং.................।
ছ) বোঁড/বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজি নং .... (নবম হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্য)।
১০. ক) অভিভাবকের নাম ঃ .... খ) সম্পর্ক ঃ ....।
(পিতা/ মাতা/ভাই/বোন/দাদা/দাদী/নানা/নানী/চাচা/চাচী/মামা/মামী অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবক)
১১. অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ ক) জমির পরিমান .... (একর)
খ) পেশা ঃ ....
গ) বার্ষিক আয় ঃ ....
ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মন্তব্যসহ স্বাক্ষর ঃ ....
ইউনিয়ন/পৌর সমাজকর্মীর মন্তব্যসহ স্বাক্ষর ঃ ....
ফিল্ড সুপারভাইজারের মন্তব্যসহ স্বাক্ষর ....

সমাজসেবা কর্মকর্তা ও সদস্য সচিবের
স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল।

দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণের নমুনা ‘ছক’

অর্থ বছর ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম :
ইউনিয়নের নাম :
উপজেলার নাম :
জেলার নাম :

ক্রঃ নং	ছাত্রছাত্রীর নাম	দলিত/ হরিজন /বেদে	পিতা ও মাতার নাম	গ্রামের নাম	বহি নং	বয়স	মাসিক উপবৃত্তি পরিশোধের বিবরণ													মন্তব্য
							জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১.																				
২.																				
৩.																				
৪.																				
৫.																				
৬.																				
৭.																				
৮.																				
৯.																				
১০.																				

সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ফিল্ড সুপারভাইজারের স্বাক্ষর

ইউনিয়ন সমাজকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর ঃ

পরিশিষ্ট-৪

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর নিবন্ধন বহির নমুনা

উপজেলার নাম :
জেলার নাম :

ক্রঃ নং	নাম	দলিত/হরিজন/ বেদে	পিতার নাম	মাতার নাম	বয়স	ঠিকানা	নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ	পেশা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.										
২.										
৩.										
৪.										
৫.										
৬.										
৭.										
৮.										
৯.										

পরিশিষ্ট-৭

উপবৃত্তি/ভাতা প্রাপ্ত দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর তালিকা সম্বলিত রেজিস্ট্রার

উপজেলার নাম :
জেলার নাম :

ক্রঃ নং	উপবৃত্তি/ভাতা প্রাপকের নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	বয়স	ঠিকানা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	পাঠরত শ্রেণী	নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ	বাস্তবায়ন কমিটির সভার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.											
২.											
৩.											
৪.											
৫.											
৬.											
৭.											
৮.											
৯.											

বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

পরিশিষ্ট-৮

দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর উপবৃত্তি/ভাতা প্রার্থীর অপক্ষেমান তালিকা সম্বলিত রেজিস্ট্রার

উপজেলার নাম :
জেলার নাম :

ক্রঃ নং	উপবৃত্তি/ভাতা প্রার্থীর নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	বয়স	ঠিকানা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	পাঠরত শ্রেণী	নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ	বাস্তবায়ন কমিটির সভার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.											
২.											
৩.											
৪.											
৫.											
৬.											
৭.											
৮.											
৯.											

বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)